দৈনিক সংবাদ

07 APR 198

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

63

বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন প্রতিমাসে পরিশোধ করুন

সরকার বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনের ৭০ শতাংশ প্রতিমাস অন্তর পরিশোধ করে থাকে। অনেক সময় ত্রৈমাসিক কিস্তির টাকা চতুর্থ ও পঞ্চম মাসেও পাওয়া যায় না। এতে আর্থিক সংকটগ্রস্ত শিক্ষক সমাজের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। টাকা প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শীতের কাপড় ক্রয় করার পূর্বেই শীত চলে যায়, পর্বের কেনাকাটার পূর্বে পর্ব চলে যায়। শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এ অবস্থা।

শিক্ষকদের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা সরকার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ নাগরিক সকলেই অবগত রয়েছেন। সকলেই চাচ্ছেন শিক্ষকগণ যথাযথ মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাস করুক। সামাজিক মর্যাদার সাথে আর্থিক সচ্ছলতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জীবন ধারণের জন্য প্রতিমাসে শিক্ষকদের বেতন পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

সবচেয়ে বড় কথা হল শিক্ষকদের প্রতিমাসে বেতন প্রদান করতে বাধা কোথায়? যে টাকা বাজেট বরাদ্দ থাকে, প্রতিবছর নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষককে অবশ্যই প্রদান করতে হয় যে টাকা, সে টাকা প্রতি মাসে প্রদান করতে কোনই অসুবিধা থাকার কথা নয়। শুধু প্রয়োজন সরকারের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদানের। প্রতি বছরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুখ হতে শিক্ষকদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের কথা শোনা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর তা হাওয়ায় মিশে যায়।

তাই বলছি শিক্ষকদের আর প্রবঞ্চনা নয়। ট্রেজারীর মাধ্যমে

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

প্রত্যেক বেসরকারী শিক্ষককে প্রতিমাসে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। তা হলেই অভাবগ্রস্ত শিক্ষক সমাজ আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

কাজী গোলাম মোস্তফা,
সহকারী অধ্যাপক,
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
আনোয়ারা কলেজ,
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

মাস্টার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ করুন

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের এম, কম শেষ পর্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। আমাদের এম কম, শেষ পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা ১৯৮৫ সালের জুন-জুলাই মাসে শুরু এবং শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা সেশনজট এবং বিশেষ বিশেষ কারণে পিছিয়ে গিয়ে গত ১৯।১১।৮৮ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ৮৮তে শেষ হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অদ্যাবধি রেজাল্ট দেয়ার ব্যাপারে কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আমাদের অনেকেরই ২৭ বছর পার হয়ে গেছে এবং অনেকের পার হওয়ার পথে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়ার পর যদি চাকরির বয়স না থাকে আর চাকরি না হয় তবে আমরা কি করব?

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের মান্যবর শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি—আমাদের এম, কম শেষ পর্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের রেজাল্ট দেয়ার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

সাদি, তালেব ও মনিরা,
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
ঢাঃ বিঃ, ঢাকা।